তারিখ 29 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

প্রথম আলো

ভুল ফলের যন্ত্রণা ভুলে জিপিএ-৫-এর আনন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে পাস করেছিল শাহীন সুলতানা। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায়ও একই ফল হবে—এ আত্মবিশ্বাস ছিল তার। কিন্তু গত ২৯ ডিসেম্বর ফল ঘোষণার পর বন্ধুরা যখন উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে, তখন মুষড়ে পড়ে ছোট্ট সুলতানা। পরীক্ষায় সে পাস করেনি—এটা তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। গতকাল শনিবার পুনর্নিরীক্ষণে প্রত্যাশিত ফল পেয়ে তার আনন্দ যেন আর থামেই না।

প্রথম ফলে দেখা যায়, সব বিষয়ে 'এ' প্লাস পেলেও ধর্ম এবং নৈতিক শিক্ষায় পাস করেনি চট্টগ্রাম পুলিশ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষার্থী শাহীন সুলতানা। মা-বাবা ও ক্লাসের শিক্ষকেরা নিশ্চিত ছিলেন, সুলতানার (ক্লাসে রোল-২) পরীক্ষার এমন ফল হতেই পারে না। কোথাও কোনো ঝামেলা হয়েছে। পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করা হয়।

গতকাল শনিবার জেএসসি পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড। এতে সুলতানা সব বিষয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। প্রথম প্রকাশ করা ফলে সুলতানার মতো একই পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল চট্টগ্রামের লোহাগাড়া শাহ পীর পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের শাহ আবদুল্লাহ আরমান ও রাঙামাটির কাপ্তাইয়ের বাংলাদেশ নেভি উচ্চবিদ্যালয়ের সৌমিত্র দাশকে। পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করে দুজনই। গতকাল এক মাসের অসহনীয় যন্ত্রণার অবসান ঘটে তাদের।

পুরোনো ফলকে চ্যালেঞ্জ করে ৭ হাজার ৬৭০ পরীক্ষার্থী ১৮ হাজার ৬৪টি উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করে। শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, এতে অকৃতকার্য থেকে পাস করেছে ৫৪ জন। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৫ জন। আর জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে ২১৭ শিক্ষার্থীর।